দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 NOV 2007
পৃঃ ৫ কলাম ৭

চট্টগ্রাম ঃ বগিভিত্তিক সংগঠনগুলোর সংঘর্ষের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ছোটাছুটি -ইত্তেফাক

বগিভিত্তিক সংগঠনগুলোর দখলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাটল ট্রেন ॥ জিম্মি কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী

॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

ক্রমেই বেড়ে চলেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনের বগিভিত্তিক সংগঠনগুলোর দৌরাত্ম্য। গুটিকয়েক ছাত্রের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে ট্রেনে যাতায়াতকারী ছয় হাজারের বেশী শিক্ষার্থী। বগি দখল নিয়ে সংঘর্ষ, ছাত্রীদের প্রতি অশালীন মন্তব্য ও সিট দখল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বগিভিত্তিক এসব সংগঠনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ছাত্রছাত্রীরা।

চট্টগ্রাম শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রধান বাহন শাটল ট্রেন। কিন্তু বর্তমানে গুটিকয়েক সংগঠনের কারণে ট্রেনে যাতায়াত নিরাপদ মনে করছেন না শিক্ষার্থীরা। প্রথম দিকে ট্রেনে যাতায়াতের সময়টুকু আনন্দে কাটানোর জন্য বন্ধুরা মিলে এক একটি গ্রুপ তৈরি করে। পরবর্তীতে এসব গ্রুপগুলোই রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রায় পনেরটি বগিভিত্তিক সংগঠন রয়েছে। এসব গ্রুপগুলোকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন একেক জন ছাত্রনেতা। ফলে বগিগুলোর সিট এখন এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করলে হামলার শিকার হতে হয় বলে তারা জানান। বগি দখল করা এসব সংগঠনগুলোর নেশায় পরিণত হয়েছে। গত এক মাসে বগি ও সিট দখল, চিকা মারা নিয়ে বিশটির মত ছোট বড় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বগিভিত্তিক সংগঠনগুলোর সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আপত্তিকর মন্তব্যের কারণে অনেক ছাত্রীই ট্রেনে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বগিভিত্তিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ব্ল্যাকহোল, সিএফসি, যাত্রা, ভার্সিটি এক্সপ্রেস ও এডিটামের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে জুনিয়র ছাত্ররা এসব কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকায় অনেক সিনিয়র ছাত্র তাদের সাথে চলাফেরা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে এসব সংগঠনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ ছাত্ররা। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জানিয়েছেন, এসব সংগঠনগুলোর ব্যাপারে অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং এ ব্যাপারে মনিটরিং চলছে। ভবিষ্যতে কোন ধরনের অপরাধের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেলে তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া বগিভিত্তিক সংগঠনগুলোর যেসব সদস্য বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত তাদের একটি তালিকা প্রক্টর অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।